দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 OCT 1986
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

003

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

ইতিহাসে দেখা যায়, এক কালে মাদ্রাসা শিক্ষাই ছিল সত্যিকার বাস্তব ও গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা। ইসলামী শিক্ষার জন্য তৎকালে পারস্য, মিসর, উত্তর আফ্রিকা, মরক্কো, স্পেন, সিরিয়া, বুখারা প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এসব প্রতিষ্ঠানের সুশিক্ষা বিস্তারের ফলেই জ্ঞান-বিজ্ঞান সারা বিশ্ব উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

তখনকার এই প্রতিষ্ঠানগুলোতেই ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজি ও ইমাম গাজ্জালীর ন্যায় মনীষীবৃন্দ ও বিশ্ববরণ্য দার্শনিক, হাদীস শাস্ত্রবিদ, সাহিত্যিক মুফাস্সীর, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ভূগোল বিশারদ, রাজনৈতিক নেতা তৈরী হয়েছেন। ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলেছেনঃ মুসলমানগণ যদি সেদিন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে অংশগ্রহণ না করতো তাহলে জগৎ আজও অজ্ঞতার অতল গহ্বরে থেকে যেত।

জটিলতা নিরশনঃ

প্রচলিত দুই ধারা বৈষম্যনীতির যে শিক্ষা চালু রয়েছে একে দূরীভূত করে একটি সুশৃঙ্খল জাতি গঠন করতে হলে প্রয়োজন বৈষম্যহীন শিক্ষানীতি ও ইসলামী ভাবধারায় প্রণীত উন্নততর শিক্ষা পদ্ধতি। হতে পারে, স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষা দুই ধারায় চলবে। তবে, দুই এর মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য থাকবে না। সরকারী মান-মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা উভয়কেই সমানভাবে পেতে হবে। বাংলা, ইংরেজী, আরবী সাহিত্যে যা সিলেবাসভুক্ত তা হবে সম্পূর্ণ ইসলামী ভাবধারায় রচিত যা স্কুল মাদ্রাসায় সম মানে পাঠ্য হবে। মাদ্রাসায় যেমন কুরআন, হাদীস, ফিক্বাহ পড়া হয়, তেমনি স্কুলেও তা পাঠ্য করা আবশ্যকীয়। অতঃপর যে ছাত্র যে বিষয় পড়তে আগ্রহী বা পারদর্শী তাকে উক্ত বিষয় পড়ার সুযোগ দিতে হবে।

ইসলামী শিক্ষা আবশ্যক এইজন্য যে, এ দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমান এবং ইসলামী শিক্ষাই একটি আদর্শ সমাজ ও জাতি গড়তে পারে। কচি শিশুদেরকে যদি এই শিক্ষা দেওয়া হয়— অজাগর, আগডুম বাগডুম, তেরে মেরে ডাণ্ডা ইত্যাদি এবং অংকেতে দুধের সাথে পানি মিশ্রণ ইত্যাদি তাহলে ঐ শিশু থেকে পরবর্তীতে ভাল কিছু পাওয়ার আশা করা যায় না। ঐ শিক্ষা ছোট্টমনিদের মনে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মাটি যখন কাদাযুক্ত থাকে তখন ইচ্ছা করলে সে কাদামাটি দিয়ে মসজিদ, মন্দির, মূর্তি— যে কোন কিছু তৈরী করা যেতে পারে। মাটি যখন শক্ত হয়ে যায়— তখন কোন কিছু তৈরী করতে গেলে তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। অনুরূপ শিশুদেরকে শিশু বয়সে সঠিক শিক্ষা না দিলে পরবর্তীতে তা সম্ভব নয়।

মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীরা বর্তমানে যে সব সমস্যায় ভুগছে তা নিরসন করতে হলে বুদ্ধিজীবীদেরকে নিয়ে একটি গণমুখী ও বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। পাঠ্যসূচীকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমনঃ ১। বাধ্যতামুলক ২। ঐচ্ছিক।

বাধ্যতামুলক বিষয়গুলোতে থাকতে পারে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, আরবী সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য, গণিত, সাধারণ জ্ঞান, সামরিক শিক্ষা (মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান) জাতীয় ও দেশীয় ইতিহাস।

ঐচ্ছিক বিষয়ে থাকতে পারে বিদেশী ভাষা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, প্রকৌশল বিদ্যা, হিসাব বিজ্ঞান।

বর্তমানে মাদ্রাসা জামাতগুলোকে যে ভাবে স্কুল কলেজের সাথে তুলনামুলকভাবে একই মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা চলছে তা ভাল কথা, তবে মাদ্রাসা সিলেবাসের সাথে যেভাবে স্কুলের সম্পূর্ণ সিলেবাস একিভূত করা হচ্ছে এতে করে কোন শিক্ষার অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা বা ইসলামী শিক্ষার সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। এটা মাদ্রাসা ছাত্রদের উপর বড় রকমের একটি বোঝা।

দাখিলকে দশম শ্রেণীর মর্যাদা দেয়া হচ্ছে তাদের প্রাপ্য অধিকার হিসেবে। তাই বলে দশম শ্রেণীর স্কুল সিলেবাস পাঠ্য করা ঠিক হবে না।

এইচ এস সি-তে যে ভাবে ছাত্ররা নিজেদের ইচ্ছামত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পায় অনুরূপভাবে মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। ডিগ্রীতে যে ভাবে অনার্স পড়ার সুযোগ আছে, অনুরূপভাবে মাদ্রাসায় ফাজিল জামাতে অনার্সের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যে ছাত্র যে বিষয় অনার্স পড়তে আগ্রহী তাকে উক্ত বিষয় পড়ার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। যেমনঃ হাদীসের উপর, কুরআনের উপর, ফিকাহ, ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আরবী ভাষা ইত্যাদি বিষয়ের উপর। উচ্চ শিক্ষার জন্য ইত্যকার বিষয়ের উপর আর্থিক ও সার্বিক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এ ভাবেই মোল্লা ও মিস্টারের পার্থক্য দূরীভূত হতে পারে এবং একটি সুশৃঙ্খল জাতি ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে।

—মুহাম্মদ এরশাদউল্যাহ ভূঁঞা